ঝিনাইদহে ঈদুল আজহা উপলক্ষে দুস্থদের মাঝে চাল বিতরণ

ঈদুল আজহা উপলক্ষে ঝিনাইদহে ৪ হাজার ৬২৫ জন দুস্থ ও অসহায় মানুষের মাঝে চাল বিতরণ করা হয়েছে।

ঝিনাইদহ পৌরসভার পক্ষ থেকে এসব চাল বিতরণ করা হয়। শনিবার সকাল সাড়ে ৯টায় ঝিনাইদহ পৌরসভা চত্বরে চাল বিতরণ শুরু হয়।

বিতরণ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন জেলা পরিষদের প্রশাসক অ্যাডভোকেট এমএ মজিদ।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ পৌরসভার প্রশাসক ও স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক রথীন্দ্র নাথ রায়, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মজিদ বিশ্বাস, সহ সম্পাদক এম শাহজাহান আলী।

এসময় পৌরসভার বিভিন্ন গ্রামের ৪ হাজার ৬২৫ জন দুস্থ ও অসহায় মানুষের মাঝে জনপ্রতি ১০ কেজি হারে চাল বিতরণ করা হয়। উপকারভোগীদের মাঝে মোট ৪৬ হাজার ৩২৫ কেজি চাল বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুরে দুস্থ ও অসহায় পরিবারের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুরে আল হিকমাহ ইসলামী পাঠাগারের উদ্যোগে দুস্থ ও অসহায় পরিবারের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে শহরের ক্যাশবপাড়ায় অবস্থিত আল হিকমাহ ইসলামী পাঠাগারের কার্যালয়ে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। পাঠাগারের পরিচালক রওশন আরার সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পাঠাগারের

উপদেষ্টা আব্দুল লতিফ, সাইনা আক্তার রুপা, মোঃ শামসুল ইসলামসহ অন্যান্যরা।

এসময় এলাকার শতাধিক দুস্থ পরিবারের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

কর্তৃপক্ষ জানায়, অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে এ ধরনের কার্যক্রম ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

দর্শনায় দুস্থ ও পথচারীদের মাঝে খাবার বিতরণ

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে দুস্থ ও পথচারীদের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১২টার দিকে দর্শনা পৌর যুবদলের উদ্যোগে বাসস্ট্যান্ড থেকে রেলবাজার ও পুরাতনবাজার এলাকায় দুস্থ ও পথচারীদের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়।

উল্লেখ্য, ৭ নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে এই খাবার বিতরণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। এতে দর্শনা পৌর যুবদলের সদস্য সচিব মোঃ জালাল উদ্দীন, যুবদলের সংগ্রামী সদস্য রকিবুল হাসান ব্রাইট, যুগ্ম আহবায়ক অপু সুলতান (আপু), যুবদল নেতা মোহন, মোঃ তহিরুল ইসলাম, সদস্য শরীফ, শাহিন ইসরাফিল, নাজমুল, আশিক, সজীব, সোহেল, আকাশ, মাসুম, শফি, ইখলাস, মমিন, ডাবলু সহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

দুস্থ রোগীদের পাশে বিএনপি নেতা কামরুল হাসান

দুস্থ ও অসহায় মানুষের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে গ্রামে গ্রামে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করছেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।

গতকাল শনিবার সকাল ১০টার দিকে এ মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারী গ্রামে দিনব্যাপী মেডিক্যাল ক্যাম্পের উদ্বোধণ করেন তিনি। এর আগে গত কয়েক সপ্তাহে তিনি মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদী, রাইপুর, শ্যামপুরসহ কয়েকটি গ্রামের ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্পের মাধ্যমে দুস্থ মানুষদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ও প্রাথমিক প্রয়োজনীয় ওষুধের ব্যবস্থা করেছেন।

কুষ্টিয়া ল্যাব কেয়ারের যৌথ ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত ক্যাম্পে ১০ থেকৈ ১২ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক প্রতিটি মেডিক্যাল ক্যাম্পে প্রায় ২ শতাধিকের বেশি সাধারণ মানুষকে চিকিৎসা সেবা দেন। একই সঙ্গে প্রাথমিক ও প্রয়োজনীয় ওষুধও বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।

চিকিৎসা নিতে আসা শোলমারীর গ্রামের বাসিন্দা মোছাঃ পারভিনা খাতুন বলেন, আমি দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ, কিন্তু আর্থিক কষ্টের কারণে ডাক্তারের কাছে যেতে পারিনি। আজ এখানে এসে বিনামূল্যে চিকিৎসা পেয়েছি, ওষুধও দিয়েছে। এজন্য আমি ধন্যবাদ জানাই।

চিকিৎসা নিতে আসা আব্দুল গফুর জানান, সারাদিন রিকশা চালিয়ে সংসার চালাই, ডাক্তার দেখানোর মত টাকা গোছাতে পরিনি। যেকারণে ডাক্তার দেখানোর সুযোগ হয় না। আজ বিনা পয়সায় ডাক্তার দেখাতে পারছি, খুব ভালো লাগছে।

মোছাঃ তাহমিনা নামের এক কলেজপড়ুয়া শিক্ষার্থী বলেন, এমন ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প হলে গরিব মানুষদের অনেক উপকার হয়। ডাক্তাররা মনোযোগ দিয়ে দেখছেন, প্রয়োজনীয় ওষুধও দিচ্ছেন।

মেডিকেল ক্যাম্পের প্রধান সমন্বয়ক ও ল্যাব কেয়ারের চেয়ারম্যান ডা. সজিবুল হক জানান, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কামরুল হাসানের উদ্যোগে এ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে। তিনি নিয়মিতভাবে শহর ও ইউনিয়ন পর্যায়ে অসহায় মানুষের জন্য এ ধরনের সেবামূলক

কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছেন।

এ বিষয়ে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, তারেক রহমানের ৩১ দফা দাবির অন্যতম লক্ষ্য হলো জনগণের মৌলিক অধিকার ও সুচিকিৎসা নিশ্চিত করা। সেই লক্ষ্যেই আমরা নিয়মিত সেবামূলক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি। জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে জেলা বিএনপি কাজ করছে। সেই ধারাবাহিকতায় শোলমারী গ্রামের দুস্থ ও অসহায় মানুষের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ওষুধ বিতরণের আয়োজন করা হয়েছে।

মেডিক্যাল ক্যাম্প উদ্বোধন অনুষ্ঠানে জেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি ইলিয়াস হোসেন, সাবেক সহ-সভাপতি আনছারুল হক, সাবেক সহসভাপতি আলমগীর খান সাতু, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রুমানা আহমেদ, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির মহাসচিব জাকির হোসেন, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক সাইদুল ইসলাম, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমুল হোসেন মিন্টু উপস্থিত ছিলেন।

অসহায় ও দুস্থ মানুষের পাশে “হাটবোয়ালিয়া আঞ্চলিক কমিউনিটি ফোরাম”

অসহায় ও দুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে ঢাকাস্থ “হাটবোয়ালিয়া আঞ্চলিক কমিউনিটি ফোরাম”। ঢাকায় বসবাসরত হাটবোয়ালিয়া অঞ্চলের মানুষদের নিয়ে ২০২১ সালে যাত্রা শুরু করে এই আঞ্চলিক কমিউনিটি ফোরাম। “এসো মিলি প্রাণের টানে” এই স্লোগানকে সামনে রেখে একতা ও সহমর্মিতার মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে সংগঠনটি।

প্রতি বছর মিলনমেলা, ইফতার মাহফিলসহ নানা কার্যক্রমের আয়োজন করে ফোরামটি। এবছর অসহায় ও দুস্থ মানুষদের সহায়তা প্রদানকে গুরুত্ব দিয়ে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সংগঠনটি।

শনিবার সকাল ১০টায় হাটবোয়ালিয়া হাই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপালের অফিস কক্ষে হাটবোয়ালিয়া অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামের অসহায় ও দুস্থ মানুষদের চিহ্নিত করে আর্থিক সহায়তা এবং ঈদুল ফিতর উপলক্ষে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, এলাকাবাসী এবং “হাটবোয়ালিয়া আঞ্চলিক কমিউনিটি ফোরাম”-এর এক্সিকিউটিভ কমিটির সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যরা।

সহায়তা প্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন সাহারবানু, হিয়ারুল ইসলাম, ফাতেমা বেগম, ঝর্না বেগম, আশুরা বেগম, মুসলিমা খাতুন, জমিরন নেছা এবং রহিমা বেগম।

সংক্ষিপ্ত আলোচনায় “হাটবোয়ালিয়া আঞ্চলিক কমিউনিটি ফোরাম” এর সভাপতি নাজমুল হুদা নূর বলেন, “আমাদের এই অগ্রযাত্রাকে সফল করতে যাঁরা সহায়তা করেছেন, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ। ভবিষ্যতে আরও কার্যক্রম হাতে নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে, এবং আমরা আশা করি, আপনারা সবসময় আমাদের পাশে থাকবেন।”

অসহায় মানুষদের সহায়তা কর্মসূচিতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জনাব নুরুল হুদা ডিউক, আবুল কাশেম স্যার, আব্দুস সোবহান, রফিকুল ইসলাম, আব্বাস উদ্দিন, মতিউল হুদা, টিপু সুলতান, মুর্শিদ কলিন, সোহেল হুদা এবং স্থানীয় সাংবাদিকবৃন্দ।

অনলাইনে যুক্ত হয়ে ফোরামের সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান হেলাল বলেন, “সকলের সহযোগিতায় এই কমিউনিটি ফোরাম আরও দূর এগিয়ে যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি। যাঁরা এই উদ্যোগকে সফল করতে সহায়তা করেছেন, তাঁদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।”

অর্থ সম্পাদক নেছার উদ্দিন অনলাইনে অনুষ্ঠানের সার্বিক খোঁজখবর নেন। মোবাইল ফোনে খোঁজ রাখেন ফোরামের উপদেষ্টা পরিষদের সমন্বয়ক জনাব মনজুরুল হুদা ও জনাব শরিফুল হুদা।

এছাড়া উপস্থিত থেকে ভূমিকা রাখেন কমিউনিটি ফোরামের সহ-সভাপতি আব্দুল হালিম, দফতর সম্পাদক ইফতেখার হাশেমী, শাহিন মাহমুদ, তরিকুল ইসলাম ও জাহিদুল ইসলাম।